দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

ত্রিশালে নজরুলের নামে বিশ্ববিদ্যালয় হবে ॥ জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

বাবুল হোসেন, ত্রিশাল থেকে ফিরে ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় কবির বাল্য স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশালে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বেগম জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় লোকদের ভূমিদান ও অন্যান্য সহায়তার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, কবি নজরুলের নামে ত্রিশালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হোক এটা আমিও চাই। তিনি বলেন, জাতীয় কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমরা সাধ্য অনুযায়ী সব কিছুই করব। কেননা নজরুল আমাদের জাতীয় প্রেরণার উৎস ও স্বাধীনতা এবং মর্যাদার বার্তাবহ। বেগম জিয়া, রবিবার বিকালে নয়মনসিংহের ত্রিশাল দরিরামপুর একাডেমী মাঠে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেছেন। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী একেএম

(২০ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ত্রিশালে নজরুলের নামে

(প্রথম পাতার পর)

মোশাররফ হোসেন, স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি সচিব মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী, নজরুল স্মারক বক্তৃতা দেন নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া হেলিকপ্টারে করে বিকাল ৪টায় ত্রিশাল সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে অবতরণ করে একাডেমী মাঠের সভাস্থলের নজরুল মঞ্চে আসেন ৪টা ৫ মিনিটে। বেগম জিয়া তাঁর ১৫ মিনিটের বক্তৃতায় দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পাশাপাশি জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিপুষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সরকার জাতীয় কবির স্মৃতিরক্ষা ও তাঁর রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা ছাড়াও নজরুলের সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে মূল্যায়ন ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি বলেন, নজরুল একাডেমীর যে কক্ষটিতে কবি লেখাপড়া করতেন, সেই স্মৃতিবহ কক্ষটিকে অবিকল আদলে সংরক্ষণসহ নজরুল অডিটরিয়ামকে মাল্টিপারপাস এক্সামিনেশন হল বিল্ডিং প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করা হবে। বেগম জিয়া আরও বলেন, ত্রিশালে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার গতানুগতিক পাদপীঠই হবে না- শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চা ও গবেষণাতেও এটি হবে বিশ্বমানের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, এ জন্য সময় লাগবে। সরকারের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া এ জন্য দেশ-বিদেশের নজরুল ভক্ত-অনুরাগী ও গবেষকসহ শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী এনজিওদের প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বেগম জিয়া নজরুলকে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতনে সোচ্চার কণ্ঠ আখ্যা দিয়ে বলেন, কবির গভীর দেশপ্রেম ও শিকল ভাঙ্গার গান স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতিজ্ঞায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহ যুগিয়েছে। আর তাই কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে দেশকে এগিয়ে নেয়ার ওপর বেগম জিয়া গুরুত্বারোপ করেন। কবি পরিবারের সদস্য খিলখিল কাজী জাতীয় কবির স্মৃতি সংরক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদ্বোধনী পর্বের শেষে বেগম জিয়া একাডেমী মাঠে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও নজরুল ইনস্টিটিউট আয়োজিত বইমেলার উদ্বোধন করেন ও কয়েকটি স্টল ঘুরে দেখেন। বেগম জিয়া এর পর নজরুল মঞ্চের দর্শক সারিতে বসেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এ সময় শবনম মোশতারির 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি', ইয়াকুব আলী খানের 'গুলবাগিচায় বুলবুলি আমি...' ও নৃত্যালোক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'কামাল পাশা' কবিতা অবলম্বনে গীতিনাট্য পরিবেশন করে। বেগম জিয়া পরে নিরাপত্তা বেষ্টনী উপেক্ষা করে দর্শক সারিতে বসা স্থানীয় সংসদ সদস্য ও কবি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। ত্রিশালের বিরোধীদলীয় এমপি মোস্তফা এমএ মতিন এ সময় উদ্বোধনী সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পাননি বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুযোগ করেন। কড়াকড়ির কারণে ও দাওয়াতপত্র সঙ্গে না থাকায় অনেকে ভিতরে ঢুকতে পারেননি বলে দর্শক গ্যালারি খালি ছিল।